জীববিজ্ঞান গ্যালারী

প্যারামেসিয়াম (মডেল) ঃ এরা এককোষী জীবাণু এবং প্যারামেসিয়াম বর্গের সদস্য এবং স্বভাবতই এরা প্রোটোজেয়ার অন্তর্ভুক্ত। এদের শরীর নলাকার। তবে সম্মুখভাগ ও পশ্চাদভাগে উদরের উপর ও পৃষ্ঠদেশে উপরের তল অত্যন্ত স্পষ্ট ও চ্যাপ্টা। প্যারামেসিয়ামের সাইটোপ্লাজমে মাইটোকণ্ড্রিয়া দেখা যায়। এই ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট সেল, এলজি (শ্যাওলা) এবং অন্যান্য অতি ক্ষুদ্র জীবাণু খেয়ে থাকে।

একটি গাছের ফসিল

বনি ফিশ স্ট্রাকচার (মডেল) ঃ ওসটেকথিস শ্রেণী অস্থিময় মাছদের অর্থাৎ সামুদ্রিক ও স্বাদু পানির মাছ অন্তর্ভুক্ত করে। অস্থিময় মাছদের শ্রেণীবিন্যাসে নানা ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়। অস্থিময় মাছ শ্রেণীকে দুটো প্রধান উপ-শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন–মাংসল পাখাওয়ালা মাছ এবং রেই-পাখাযুক্ত মাছ।

নীল তিমির কঙ্কাল

নীল তিমির কঙ্কাল ঃ বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সৌজন্যে ৪০ ফুট লম্বার একটি নীল তিমির আসল কঙ্কাল সংগ্রহ করে গ্যালারীতে স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৮৮ সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যার সময় এটি বঙ্গোপসাগরে পাওয়া গেছে।

ব্যাকটেরিয়াল সেল স্ট্রাকচার (মডেল) ঃ ব্যাকটেরিয়া-কোষগুলো সাধারণত একটি অথবা তিনটি

আকার দেখায়। যেমন–বর্তুলকার, অবক্র, রড অথবা বাঁকানো রডের মত। একটি রড যদি যথেষ্ট পরিমাণে লম্বা করা হয় তাহলে তা সূত্রাকার হবে। অনেক ব্যাকটেরিয়ার কোষ দণ্ড আকৃতির এবং মোটামুটি অবক্র। এই ধরনের দণ্ডাকৃতির অর্গানজমকে ব্যাসিলাস বলা হয়। ব্যাকটেরিয়া কক্কাই কোষ সুবিন্যস্তকরণে বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে।

ওভারিয়ান টিউমার ঃ এটি একটি বেশ বড় আকারের ওভারিয়ান টিউমার। এটি একটি হাসপাতাল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এর ওজন প্রায় ৩৫ কেজি।

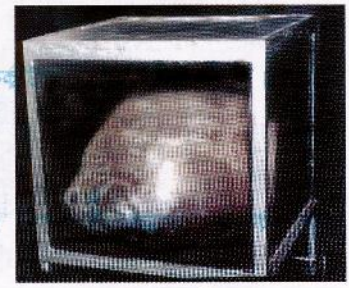

ওভারিয়ান টিউমার

এমিবার মডেল (বাইনারী ফিশন) ঃ এমিবা একটি এককোষী আণুবীক্ষণিক প্রাণী। এটা অনবরত তার আকার বদলায়। এমিবা কাদায় অথবা নোংরা স্রোতহীন পানি, জলাশয় ও পুকুরের তলদেশের গাঁজলায় পাওয়া যায়। এই এককোষী প্রাণীর গড় দৈর্ঘ্য ২৫ মিলিমিটারের মত। এমিবা সাদাসিদা প্রোটোপ্লাজম দেখায় যা সক্রিয় ও জীবন্ত। এটি নিউক্লিয়াসসহ প্রটোপ্লাজম-ভরবিশিষ্ট। এমিবা সকল দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে অযৌন প্রজনন ঘটায়। এমিবার এনসিসমেন্টে কোষাবৃত নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে দুটো এমিবা দেখায়।

লিভার ফ্লুক (মডেল) ঃ এটি এক ধরনের অন্তঃপরজীবী। ফ্লুক অর্থ চ্যাপ্টা। মানুষের লিভার ও পিত্তথলিতে এটি দেখা যায়। এটি লিভারকে ক্ষয় করে এক ধরণের রোগ জন্মায়।

স্টার ফিশ

হাইড্রা (মডেল) ঃ হাইড্রা Cnidaria বর্গের ও হাইড্রোজোয়া শ্রেণীর। এটি সামুদ্রিক ও স্বাদু পানিতে বাস করে। এর বেশ কয়েকটি Tentacles আছে। এর শরীর নলাকার এবং নরম–যা দৈর্ঘ্যে ১০-৩০ মিমি ও প্রস্থে ১ মিমি।

রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি (মডেল) ঃ রক্ত, রক্ত-উপশিরা ও হার্ট নিয়ে গঠিত হয়েছে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি। হার্ট মাংসপেশীর পাম্পের সাহায্যে ভেসেল-সিস্টেমে রক্ত সঞ্চালন করে–যার ফলে শরীরে রক্ত ঢুকে।

মানব মস্তিষ্ক (মডেল) ঃ মস্তিষ্ক হলো মানুষের শরীরের কম্পিউটার। মস্তিষ্ক তিনভাগে বিভক্ত। যেমন–সম্মুখ মস্তিষ্ক, মধ্য মস্তিষ্ক এবং পিছন মস্তিষ্ক। (১) সম্মুখ মস্তিষ্ক–স্মৃতি, শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি, তাপ ও বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণ করে (২) মধ্য মস্তিষ্ক–শ্রবণ ও দর্শন শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে (৩) পিছন মস্তিষ্ক–শরীরের ভারসাম্য, হার্টের চাপ, শ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।

মানব হৃদপিণ্ড (মডেল) ঃ মানব হার্ট দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৩ সেমি এবং প্রস্থে ৬ সেমি। এর ওজন প্রায় ৩৩০ গ্রাম এবং এর রং গোলাপী কিন্তু যখন রক্তপূর্ণ থাকে তখন এর রং হয় লাল। মানুষের হৃদপিণ্ডে ৪টা চেম্বার আছে। উপরের অংশে রয়েছে দক্ষিণ অলিন্দ ও বাম অলিন্দ এবং নিচের অংশে রয়েছে দক্ষিণ নিলয় ও বাম নিলয়। হৃদপিণ্ড আর্টারীর মাধ্যমে বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহ করে এবং এর শিরা

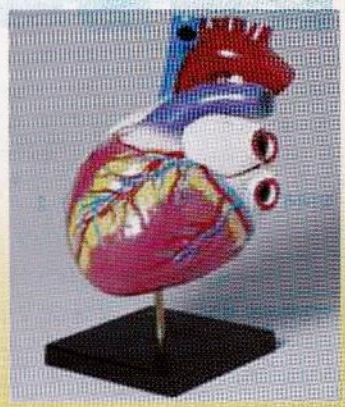

মানব হৃদপিণ্ড (মডেল)

সারা শরীর থেকে অবিশুদ্ধ রক্ত সংগ্রহ করে। মানব হার্ট প্রতি মিনিটে ৭০-৮০ মিমি চাপে রক্ত পাম্প করে।

মানব কঙ্কাল

আরএনএ বা রাইবোনিউক্লিয়াইক এসিড (মডেল) ঃ আরএনএ প্রধানত অতি সূক্ষ্ম এক সুতার ন্যায়। এক সুতার আরএনএ বিভিন্ন ভাইরাসের বংশগত চরিত্র বহন করে। এটি এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ। রাইবোসমেয় সাহায্যে আরএনএ ডিএনএ থেকে প্রোটিন সংশ্লেষণ করে।

ডিএনএ বা ডি-অক্সি-রাইবোনিউক্লিক এসিড (মডেল) ঃ এটি এক ধরনের নিউক্লিক এসিড এবং এটি সজীব জিনিসের গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক বস্তু। ডিএনএ বংশগত চরিত্র বহন করে। এটি ক্রোমোজোমে থাকে এবং সেলের সকল কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে।

সেল বিভাজন মডেল (মিওসিস) ঃ মিওসিস একটি নিউক্লিয়ার বিভাজন কৌশল যেখানে মাতা নিউক্লিয়াসে বিদ্যমান ক্রোমোজমের সংখ্যা প্রতিটি কন্যা-নিউক্লিয়াসে গিয়ে অর্ধেকে পরিণত হয়। এই রূপান্তরের ধাপগুলো হলো–লেপটোটোন, জাইগোটোন, ডিপ্লোটোন, ডায়াকিনেসিস, মেটাফেজ-১, এনাফেজ-১, টেলোফেজ-১, প্রোফেজ-২ এবং টেলোফেজ-২।

সেল বিভাজন মডেল (মাইটোসিস) ঃ এটি নিউক্লিয়াস বিভাজন পদ্ধতি যার অন্তর্ভুক্ত হলো এককোষী ইউকেরীয়টস প্রজনন এবং কোষ বিভাজনের মধ্য দিয়ে বহুকোষী ইউকেরিওটসীর বৃদ্ধি। ধাপগুলো হলো–(ক) ইন্টারফেজ কোষ, (খ) অগ্রিম ফেজ, (গ) মিড প্রফেজ, (ঘ) বিলম্বিত এনাফেজ, (ঙ) অগ্রিম টেলোফেজ এবং (চ) বিলম্বিত টেলোফেজ।

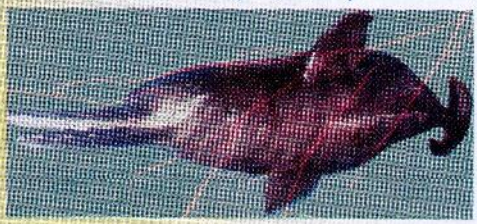
গাঙ্গেয় ডলফিন

গাঙ্গেয় ডলফিন ঃ জনপ্রিয় একটি নতুনা হিসেবে এই বিশেষ প্রজাতির ডলফিনটি সংরক্ষণ করা হয়েছে। এটি আমাদের দেশে প্রধানত নদীসমূহে পাওয়া যায়। এটি শিশু বা শুশক নামেও পরিচিত।

গর্ভাবস্থায় বিদ্যমান কিছু মানব ভ্রূণ

মানুষের দাঁত (মডেল) ঃ সামনের পাটির ৪টি দাঁত ইনসিজার নামে অভিহিত এবং সেগুলো কামড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। খাবার ছিড়ে খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় ছেদন-দন্ত। দাঁতের গোড়া সজীব এবং স্নায়ু ও রক্ত-উপশিরা বহন করে।

মানব কিডনী ঃ মানুষের কিডনী দেখতে অনেকটা বৃহৎ শিম বীজাকৃতি ধরনের। কিডনী প্রায় ২০ লক্ষ নেফ্রন বহন করে। এর ওজন ১২৫ থেকে ১৭০ গ্রামের মধ্যে। কিডনী রক্ত শোষণ করে এবং রক্তের বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

চোখের মডেল

মানব পরিপাকতন্ত্র (মডেল) ঃ পরিপাকতন্ত্রের মধ্যে আছে মুখ, গলবিল, মুখ গহ্বর, গলনালী, পিত্ত থলি, ডিওডেনাম, পাকস্থলী, বৃহদান্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র ও পায়ু ইত্যাদি।

পতঙ্গভূক গাছ ঃ কিছু কিছু গাছ মাটি থেকে প্রাপ্ত নাইট্রোজেন এবং লবণ হজম করতে পারে না। পতঙ্গভূক গাছ সেই শ্রেণীর–যারা নাইট্রোজেনসমৃদ্ধ খাবার তৈরি করতে পারে না। ফলে এই জাতীয় গাছ পতঙ্গ খেয়ে লবণ ও নাইট্রোজেনযুক্ত খাবারের প্রয়োজন

মেটায়।

শাসতন্ত্র (মডেল) ঃ শ্বাসতন্ত্রে আছে শ্বাসনালী, ট্রাকিয়া, দক্ষিণ ফুসফুস এবং ব্রঙ্কিয়ল।

প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ ঃ এই প্রদর্শনী বস্তুটি প্রাণিজগতের মূল শ্রেণীবিভাগ প্রদর্শন করেছে–যা ১১টি ফাইলামে বিভক্ত। এতে প্রতিটি ফাইলামের উদাহরণ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

গ্যালারীর অন্যান্য প্রদর্শনী বস্তুসমূহ ঃ মাথার খুলি, এনডোক্রাইন গ্ল্যাণ্ডস (মডেল), জীবাশ্ম প্রতিলিপি (বোর্ড), বাংলাদেশের মাছসমূহ (বোর্ড), বাংলাদেশের সামুদ্রিক মাছ (বোর্ড), বাংলাদেশের পাখি (বোর্ড), দ্বিবীজ শাখা তীর্যক সেকশন (বোর্ড), বিভিন্ন ধরনের ডিম্বাশয় (মডেল), বিভিন্ন প্রজাতির ডাইনোসরস (ড্রয়িং বোর্ড), সামুদ্রিক ও অন্যান্য প্রাণীসমূহ (সংরক্ষিত), স্বাদু পানির মাছ ও অন্যান্য প্রাণীসমূহ (সংরক্ষিত), শেওলা ও ফাঙ্গাস (সংরক্ষিত), মানব দেহের মডেল বহির্ভাগ ও অভ্যন্তরভাগ (পা থেকে মাথা), কিছু স্টাফ্ড পাখি ও প্রাণী, মানব কঙ্কাল ও কিছু অন্যান্য কঙ্কাল, গর্ভাবস্থায় বিদ্যমান কিছু মানব ভ্রূণ (১৬ ধাপে), ইত্যাদি।